বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কার্যক্রমে এসইএ অভিযোগ রেফারালের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (পরিচালনার আদর্শ প্রক্রিয়া)

সংস্করণের তারিখ

সংস্করণ ১:	জানুয়ারি ২০২০
সংস্করণ ২:	এপ্রিল ২০২২
সংস্করণ ৩:	আগস্ট ২০২৩ (সংস্করণ ২ এর পরিবর্তে)

সূচিপত্র

ক. ভূমিকা ২

খ. অভিযোগ রেফারাল পদ্ধতি ৩

ধাপ ১: অভিযোগ দায়ের ও প্রাথমিকভাবে অভিযোগ গ্রহণ ৩
১.১ অভিযোগ দায়ের ৩
১.২ মানবিক সহায়তাকর্মী কর্তৃক প্রাথমিকভাবে অভিযোগ গ্রহণ ৪

ধাপ ২. অভিযোগের ফলো-আপ ৪
২.১ মানবিক সহায়তাকর্মী কর্তৃক অভিযোগের প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ ৪
২.২ পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট কর্তৃক প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ ৫

ধাপ ৩. তৎক্ষণাৎ সহায়তার জন্য রেফারাল ৫
৩.১ এসইএ-এর ঘটনায় তৎক্ষণাৎ সহায়তার জন্য রেফারাল ৫
৩.২ নন-এসইএ ঘটনার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য রেফারাল ৬

ধাপ ৪. তদন্ত ও ফলো-আপের জন্য রেফারাল ৬
৪.১ তদন্তের জন্য রেফারাল ৬
৪.২ সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানানো ৬

ধাপ ৫. এসইএ-এর ঘটনার রিপোর্টিং ৭
৫.১ ইউএন এজেন্সি কর্তৃক রিপোর্টিং ৭
৫.২ জাতিসংঘের বাস্তবায়নকারী অংশীদার কর্তৃক রিপোর্টিং ৭
৫.৩ অন্যান্য অংশীদার কর্তৃক রিপোর্টিং ৭

গ. স্টাফ মেম্বার নিয়োগ ও যাচাই ৮
ইউএন ক্লিয়ার চেক ৮
আন্তঃএজেন্সি অসদাচরণ ডিসক্লোজার স্কিম ৮

ঘ. শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কার্যক্রমে যুক্ত অংশীদার ৮
ইউএন অংশীদার ৯

ঙ. পিএসইএ নেটওয়ার্ক মেম্বারশিপ ৯

চ. পিএসইএ নেতৃত্ব ১০

পরিশিষ্ট ১. সংক্ষিপ্ত নাম ১২

পরিশিষ্ট ২. গুরুত্বপূর্ণ পদের সংজ্ঞা ১৩

পরিশিষ্ট ৩. জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কোঅর্ডিনেটরের কাছে এসইএ-এর ঘটনা দ্রুত রিপোর্ট করা ১৫

ক. ভূমিকা

সহিংসতা, ক্ষমতার বৈসাদৃশ্য, গণহারে বাস্তুচ্যুতি এবং ভেঙে যাওয়া পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তাকর্মী কর্তৃক যৌন শোষণ ও নির্যাতন (এসইএ) গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করে। বাংলাদেশে এটি একটি ঝুঁকি, যেখানে মিয়ানমারে চলা নিপীড়ন থেকে বাঁচতে পালিয়ে আসা শরণার্থীরা তাদের জন্য নির্ধারিত ক্যাম্পে অথবা ভাসানচরে আবদ্ধ এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জাতিসংঘ, আইএনজিও ও এনজিও অংশীদারদের দেওয়া মানবিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল।

যৌন শোষণ ও নির্যাতন (এসইএ)-এর বিরুদ্ধে জাতিসংঘের (ইউএন) জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কার্যক্রমের সহযোগীদের অগ্রাধিকার হচ্ছে ক) যৌন শোষণ ও নির্যাতন (এসইএ) এর ঘটনাগুলো প্রতিহত করা, খ) নিরাপদ এবং প্রবেশযোগ্য রিপোর্টিং প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা, গ) প্রত্যেক সারভাইভারকে তৎক্ষনাৎ এবং গুণগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা, ঘ) যৌন শোষণ ও নির্যাতন (এসইএ)-এর যেকোনো অভিযোগ নিরাপদ, গোপনীয় এবং দক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালনা করা।[১]

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কার্যক্রমে যৌন শোষণ ও নির্যাতন (এসইএ)-এর অভিযোগ রেফারালের জন্য 'পরিচালনার আদর্শ প্রক্রিয়া' বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (এসওপি) নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়:

- ধাপ ১: অভিযোগ দায়ের ও প্রাথমিকভাবে অভিযোগ গ্রহণ।
- ধাপ ২: পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট কর্তৃক অভিযোগের ফলো-আপ।
- ধাপ ৩: তৎক্ষণাৎ সহায়তার জন্য রেফারাল।
- ধাপ ৪: তদন্ত ও ফলো-আপের জন্য রেফারাল।
- ধাপ ৫: এসইএ-এর ঘটনার রিপোর্টিং।

এই এসওপি প্রস্তুত করা হয়েছে ২০১৬ সালের জুন মাসে আইএএসসি প্রিন্সিপালদের অনুমোদিত *কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ ম্যাকানিজমে আন্তঃএজেন্সি সহযোগিতা বিষয়ক গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি*[২], *দেশের সবচেয়ে সিনিয়র জাতিসংঘ কর্মকর্তার সাথে এসইএ-এর অভিযোগের ব্যাপারে তথ্য শেয়ার করা বিষয়ক নির্দেশনামূলক নোট*[৩] এবং *এসইএ বিষয়ে মহাসচিবের বুলেটিন* যেখানে মানবিক সহায়তাকর্মী কর্তৃক এসইএ-এর ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্সের কথা বলা হয়েছে[৪] সেটি সহ পিএসইএ-তে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকতে বিভিন্ন সংস্থার অন্যান্য প্রতিশ্রুতি (পরিশিষ্ট ২-এ এটি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে) অনুসারে।

এই এসওপি-তে (১) স্টাফ মেম্বার নিয়োগ ও যাচাই; (২) শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কার্যক্রমে সম্পৃক্ত অংশীদার; (৩) পিএসইএ নেটওয়ার্ক মেম্বারশিপ; এবং (৪) পিএসইএ-তে নেতৃত্ব নিয়ে ন্যূনতম মেনে চলা বিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে।

এই এসওপি জাতিসংঘ এবং গ্লোবাল পিএসইএ স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলা পিএসইএ নীতি প্রচলনকারী অন্যান্য মানবিক সহায়তাকারী এজেন্সির অভ্যন্তরীণ নীতি পরিবর্তন বা বাতিল করে না। বরং, এই এসওপি বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কার্যক্রমে অভিযোগ রেফারাল পদ্ধতির রূপরেখা অঙ্কনের মাধ্যমে এই নীতিসমূহকে আরও শক্তিশালী ও প্রাসঙ্গিক করে তোলে।

---

[১] যৌন শোষণ ও নির্যাতন প্রতিরোধ ও সাড়া প্রদানে বাংলাদেশ এ্যকশন প্ল্যান ২০২৩। প্রতিবছর এই পরিকল্পনাটির প্রয়োজনীয় সংস্করণ করা হবে।

[২] কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ ম্যাকানিজমে আন্তঃএজেন্সি সহযোগিতা বিষয়ক আইএএসসি গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি, ২০১৬।

[৩] নির্দেশনামূলক নোট: দেশের সবচেয়ে সিনিয়র জাতিসংঘ কর্মকর্তার সাথে জাতিসংঘের স্টাফ ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত যৌন হয়রানি এবং/অথবা নির্যাতনের অভিযোগের ব্যাপারে তথ্য শেয়ার করার বিষয়ে জাতিসংঘের সকল এনটিটির প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী ও পদ্ধতি, ২৬শে নভেম্বর ২০২১।

[৪] এসইএ বিষয়ে মহাসচিবের বুলেটিন ST/ SGB/2003/13 (2003), যা জাতিসংঘের সকল কর্মীর জন্য বাধ্যতামূলক এবং যৌন হয়রানি ও নির্যাতন দমনে জাতিসংঘ ও জাতিসংঘের বাইরের কর্মীদের অঙ্গীকারনামা (2006), যা জাতিসংঘের বাইরে পিএসইএ-এর পরিধিকে বিস্তৃত করেছে এবং সকল কর্মীকে এর আওতাভুক্ত করেছে।

বাংলাদেশে স্ট্র্যাটেজিক এক্সিকিউটিভ গ্রুপ (এসইজি) কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর ২০২৩ সালের আগষ্ট মাস থেকে এই সংশোধিত এসওপি কার্যকর করা হয়। কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকল মানবিক সহায়তা অংশীদারের জন্য এটি প্রযোজ্য।[৫]

সংক্ষিপ্ত নাম ও পরিভাষার জন্য যথাক্রমে পরিশিষ্ট ১ ও পরিশিষ্ট ২ দেখুন।

মূল নীতিসমূহ:

পিএসইএ নেটওয়ার্কের সকল মেম্বারকে যেকোনো কেইস নিয়ে কাজ করার সময় নিচে উল্লিখিত পদ্ধতির সকল ধাপে গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। এর মাধ্যমে সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অধিকার ও স্বার্থের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করা হবে।

রিপোর্টিং, সংশ্লিষ্ট এজেন্সি কর্তৃক তদন্ত এবং সারভাইভারকেন্দ্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সারভাইভারকে সহায়তা প্রদানের সময় সহ সর্বদা সারভাইভারের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সকল মেম্বার সারভাইভার, অভিযোগকারী অন্য কেউ হলে তিনি, অভিযুক্ত এবং জড়িত সংস্থা সহ সংশ্লিষ্ট সবার সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় রাখবে এবং আরও ক্ষতি প্রতিরোধের উপায় বের করবে।

অভিযোগ নিয়ে কাজ করার সময় এসইএ সম্পর্কিত সকল তথ্য গোপন রাখা হবে, পরিচয় সুরক্ষিত রাখা হবে এবং কেবলমাত্র দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা কেয়ারগিভারের সচেতন সম্মতিতে সারভাইভারের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও শেয়ার করা হবে। যেসকল ক্ষেত্রে সারভাইভারকে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ও নিড-টু-নো বেসিসে এধরণের সম্মতি দিতে হয়, সেসব ক্ষেত্রে সারভাইভারকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তথ্য শেয়ার করা হবে; যেমন সেবার জন্য রেফারাল বা তদন্তের স্বার্থে।

নেটওয়ার্ক এর মেম্বার সংস্থার সকল স্টাফের জন্য এসইএ রিপোর্টিং আবশ্যক হলেও এই বাধ্যবাধকতা সারভাইভারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। প্রতিটি কেইসের জন্য পৃথক উপায়ে, সারভাইভারের অধিকার ও বৃহত্তর কমিউনিটির নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার অভ্যন্তরীণ নীতির ভিত্তিতে এই সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের অবসান করতে হবে। তথ্য গ্রহণকারী স্টাফ মেম্বার গোপনীয়তা বজায় রেখে এসইএ রিপোর্ট করার এই নিয়মের কথা এবং এই অভিযোগ নিষ্পত্তির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া থেকে সারভাইভার কতটুকু আশা করতে পারেন সে বিষয়ে সারভাইভারকে জানাবেন, যাতে তিনি সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তার প্রত্যাশা পরিমিত হয়।

খ. অভিযোগ রেফারাল পদ্ধতি

ধাপ ১: অভিযোগ দায়ের ও প্রাথমিকভাবে অভিযোগ গ্রহণ

১.১ অভিযোগ দায়ের

একাধিক উপায়ের যেকোনোটি ব্যবহার করে শরণার্থীরা অভিযোগ করতে পারবেন। এসকল উপায়ের মধ্যে রয়েছে:

- মানবিক সহায়তাকর্মীর কাছে মৌখিক বা লিখিতভাবে **নিজে উপস্থিত থেকে রিপোর্ট করা;**
- **নিরাপদ স্থান** যেমন নারী ও মেয়ে বান্ধব স্থান, শিশু বান্ধব স্থান ও মাল্টিপারপাস সেন্টার যেখানে নারী/শিশু/কিশোর-কিশোরী বান্ধব অভিযোগ ম্যাকানিজম রয়েছে;
- **তথ্য হাব** এবং **ফিডব্যাক ও তথ্য কেন্দ্র,** যেখানে বিদ্যমান সহায়তা ও সেবা সংশ্লিষ্ট তথ্য ও রেফারাল দেওয়া হয় এবং গোপনীয়তা বজায় রেখে কমিউনিটি ফিডব্যাক, ক্ষোভ ও অভিযোগ গ্রহণ করা হয়, এবং সেগুলো সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হয়;
- ক্যাম্পের বিভিন্ন জায়গায় রাখা **অভিযোগ ও ফিডব্যাক বাক্স,** যেখানে পরিচয় গোপন রেখে লিখিতভাবে রিপোর্ট করা যায়;

৫ অংশীদারদের মধ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রতিক্রিয়া এবং বাংলাদেশ সরকারে কাজ করা সমস্ত আন্তর্জাতিক এবং, জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সরকারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (RRRC) ISCG-কে জানিয়েছেন যে কোনও সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে □□□ অভিযোগের ক্ষেত্রে তিনি নিজেই প্রথম অভিযোগ গ্রহণকারী হবেন। তারা এই বিষয়টির সমাধানের জন্য অভ্যন্তরীণ সরকারী পদ্ধতি মেনে চলবেন।

- **টোল-ফ্রি হটলাইন,** যার মাধ্যমে অভিযোগকারী সরাসরি একজন প্রশিক্ষিত স্টাফের সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন; এবং
- **ইমেল,** যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে অভিযোগকারী রিপোর্ট করতে পারেন।

সকল পদ্ধতিতেই জাতিসংঘ এবং পিএসইএ নেটওয়ার্কের সদস্য আন্তর্জাতিক বা জাতীয় এনজিওগুলোর সাথে যুক্ত মানবিক সহায়তাকর্মীরা সক্রিয় রয়েছেন।

পিএসইএ নেটওয়ার্ক সদস্যদের দায়িত্ব হল অভিযোগ ম্যাকানিজমকে সারভাইভার কেন্দ্রিক, শক্তিশালী, সক্রিয় ও উপযুক্ত জনবলে সজ্জিত করা যেন সকল শরণার্থী তাদের সর্বোচ্চ সুবিধাজনক উপায়ে যেকোনো অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। যত বেশি সম্ভব শরণার্থী যেন এই অভিযোগ ম্যাকানিজমের সুবিধা পায় এবং এ সম্পর্কে জানতে পারে তা নিশ্চিত করতে এই এন্ট্রি পয়েন্টগুলো বয়স, জেন্ডার, সক্ষমতা, সংস্কৃতি ও প্রেক্ষাপটের দিক দিয়ে যথোপযুক্ত হতে হবে এবং এগুলো শরণার্থী সম্প্রদায়ের ফিডব্যাকের ভিত্তিতে ডিজাইন করা/সংশোধিত হতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রাথমিক দায়িত্ব হল প্রয়োজনে পিএসইএ সমন্বয়কের সহযোগিতা নিয়ে এসকল জায়গায় থাকা কর্মীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং নিশ্চিত করা যে তাদের একটি যোগাযোগ কৌশল আছে যাতে প্রতিটি ক্যাম্পে উপকারভোগীদের অভিযোগ জানানোর একটি প্রক্রিয়া চালু আছে। সেইসাথে সংস্থা এসইএ সংক্রান্ত কোন উদ্বেগ বা সন্দেহ তৈরি হলে কর্মীর রিপোর্ট করার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি সবসময় মনে করিয়ে দিবেন।

কোনো অসদাচরণ রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে কর্মীদের উপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া, হয়রানি এবং প্রতিশোধের বিরুদ্ধে সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সংস্থার হুইসেলব্লোয়ার নীতিমালা নিশ্চিত করাও সংস্থার প্রাথমিক দায়িত্বগুলির মধ্যে একটি, এবং এই নীতিগুলি এবং অনুশীলনগুলি সমস্ত কর্মীদের কাছে পরিচিত থাকতে হবে ।

১.২ মানবিক সহায়তাকর্মী কর্তৃক প্রাথমিকভাবে অভিযোগ গ্রহণ

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সংস্থারই হোক না কেন সকল মানবিক সহায়তাকর্মী যেকোনো অভিযোগ গ্রহণের পর সেই অভিযোগ এবং সে সম্পর্কিত যেকোনো বিষয় বা সন্দেহের কথা দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রচলিত রেফারাল পদ্ধতিতে রিপোর্ট করবেন।[৬]

যে মানবিক সহায়তাকর্মী অভিযোগ গ্রহণ করবেন তিনি সেটি রিপোর্ট করার সময় অভিযোগকারীর ইচ্ছা, পছন্দ, অধিকার ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।

অভিযোগের ভিত্তি বা অভিযোগ তদন্তের জন্য যথেষ্ট তথ্য আছে কি না সেটি বিচার করার দায়িত্ব মানবিক সহায়তাকর্মীর নয়। কোনো অভিযোগের তদন্ত করাও মানবিক সহায়তাকর্মীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না।

ধাপ ২. অভিযোগের ফলো-আপ

২.১ মানবিক সহায়তাকর্মী কর্তৃক অভিযোগের প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ

সংশ্লিষ্ট সংস্থার অভ্যন্তরীণ নীতি অনুযায়ী এসইএ অভিযোগের প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হবে। এই নীতির ভিত্তিতে যেকোনো অভিযোগ প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণের জন্য সংস্থার কেন্দ্রীয় তদন্ত কর্তৃপক্ষ বা যথাযথ পিএসইএ ফোকাল পয়েন্টের[৭] কাছে রেফার করা হবে। প্রাথমিকভাবে অভিযোগ দায়ের সম্পন্ন হলে অভিযোগটি **দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংস্থার তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ বা পিএসইএ ফোকাল পয়েন্টের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।**

---

[৬] মহাসচিবের বুলেটিনের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী (e) আবশ্যক এসইএ রিপোর্টিং, ST/SGB/2003/13।

[৭] "[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযোগ ও সহায়তা রিপোর্টিংয়ের অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি অনুসারে] পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট এসইএ-এর অভিযোগ গ্রহণের একটি চ্যানেল হিসাবে কাজ করে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সংস্থার কর্মী সেই সংস্থায় অভিযোগের রিপোর্ট করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেফার করে, এবং অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি ও বিদ্যমান উপায়ে সারভাইভারকে সহায়তার জন্য রেফার করে।"(পৃ.২) টার্মস অব রেফারেন্স, ইন-কান্ট্রি পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট, জবাবদিহিতা ও অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক আইওএম ও আইএএসসি রেজাল্ট গ্রুপ ২, ২০২১।

এসইএ অভিযোগ প্রক্রিয়াকরণের জন্য সংস্থার অভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মানবিক সহায়তাকর্মী সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন কি না সে বিষয়টি নিশ্চিত করবে সংস্থাটি নিজে। এজন্য নতুন স্টাফ নিয়োগের সময় ও বার্ষিক রিফ্রেশার সেশনে পিএসইএ প্রশিক্ষণ আবশ্যক করতে হবে।
যদি কোনো স্টাফ মেম্বারের মনে হয় যে রিপোর্টিং চ্যানেল বিশ্বস্ত নয়, বা তিনি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার ভয় পান, বা পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট ও ব্যাকআপ পাওয়া না গেলে সর্বশেষ উপায়[৮] হিসাবে অভিযোগটি পিএসইএ নেটওয়ার্ক সমন্বয়কের[৯] কাছে রেফার করা যেতে পারে।

২.২ পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট কর্তৃক প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ[১০]

পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য কেইসটি মূল্যায়ন করবেন:

- অভিযোগটি এসইএ বিষয়ক হলে সাব-অফিস প্রধানকে তৎক্ষনাৎ জানাতে হবে এবং অভিযোগটি **স্টাফের নিজস্ব সংস্থার অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি অনুসারে** যথাযথ তদন্ত ইউনিটের কাছে পাঠানো হবে।

- অভিযোগটি এসইএ বিষয়ক না হলে এর ধরণ অনুযায়ী ভিন্ন এসওপি-এর মাধ্যমে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ, স্টাফ মেম্বারদের মধ্যে যৌন নিপীড়নের[১১] (পরিশিষ্ট ২-এ এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে) কেইস এই ইস্যু সম্পর্কিত সংস্থার আলাদা অভ্যন্তরীণ ম্যাকানিজমের মাধ্যমে রেফার করা হবে।

নোট:
একটি সংস্থার পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট অন্য একটি সংস্থার স্টাফ মেম্বার সম্পর্কে অভিযোগ পেলে সেই অভিযোগটি যথাযথ সংস্থার পিএসইএ ফোকাল পয়েন্টের (পরিশিষ্ট ২-এ এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে) কাছে প্রেরণ করতে হবে।

যথাযথ সংস্থার নাম না জানা গেলে বা পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট কে তা না জানলে অভিযোগটি পিএসইএ নেটওয়ার্ক সমন্বয়কের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। পিএসইএ নেটওয়ার্ক সমন্বয়ক অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টের কাছে প্রেরণ করবেন।

ধাপ ৩. তৎক্ষণাৎ সহায়তার জন্য রেফারাল

৩.১ এসইএ-এর ঘটনায় তৎক্ষণাৎ সহায়তার জন্য রেফারাল

এসইএ সারভাইভারদের জন্য যথাযথ সেবা ও সহায়তা নিশ্চিত করতে পিএসইএ নেটওয়ার্ক জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) ও শিশু সুরক্ষা (সিপি) সাব-সেক্টর এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করবে।

এসইএ সারভাইভারদের সাধারণত জিবিভি সারভাইভারদের মতই মেডিকেল, শারীরিক ও মনোসামাজিক চাহিদা থাকলেও এসইএ-এর প্রভাব অনুযায়ী তাদের অতিরিক্ত ও বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে।[১২] একারণে পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট এসইএ-এর কোনো

---

[৮] পিএসইএ নেটওয়ার্ক সমন্বয়কের সাথে যোগাযোগের তথ্য পেতে পিএসইএ নেটওয়ার্ক ওয়েবপেইজ ভিজিট করুন।

[৯] "সমন্বয়কের একটি কাজ হল সিবিসিএম-এর মাধ্যমে পাওয়া অভিযোগগুলো সংশ্লিষ্ট সংস্থায় ও নির্যাতিত ব্যক্তির সহায়তার জন্য রেফারালের উদ্দেশ্যে রিভিউ করা। একজন স্বাধীন ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগ রিভিউ করার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ এই ধারণাটি পোক্ত করা হয় যে সমন্বয়কের পদটি নিরপেক্ষ, যিনি তার নিরপেক্ষতা ও অভিযোগ ম্যাকানিজমের বস্তুনিষ্ঠতা নির্বিশেষে সিবিসিএম-এর পক্ষে দায়িত্ব পালন করেন।"(পৃ.16) কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ ম্যাকানিজমে আন্তঃএজেন্সি সহযোগিতা বিষয়ক আইএএসসি গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি, ২০১৬।
[১০] পিএসইএ ফোকাল পয়েন্টের সাথে যোগাযোগের তথ্য পেতে পিএসইএ নেটওয়ার্ক ওয়েবপেইজ ভিজিট করুন।

[১১] মহাসচিবের বুলেটিন; কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৈষম্য, যৌন নিপীড়ন সহ অন্যান্য নিপীড়ন এবং নির্যাতনে নিষেধাজ্ঞা, ST/SGB/2008/5।

[১২] এসইএ সারভাইভারের নির্দিষ্ট চাহিদা ও তাদের প্রাপ্য ন্যূনতম সেবা সম্পর্কে আরও জানতে আইএএসসি বেস্ট প্রাকটিস গাইড সেকশন D, অধ্যায় ১ "দ্রুতগতিতে যথাযথ সহায়তা নিশ্চিত করা" দেখুন।

অভিযোগ পেলে তিনি সেটি জিবিভি রেফারাল পদ্ধতি অনুসারে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প পর্যায়ের জিবিভি ফোকাল পয়েন্টের কাছে রেফার করবেন।[১৩] সারভাইভারের বয়স ১৮ বছরের কম হলে শিশু সুরক্ষা কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবায় তাৎক্ষণিকভাবে রেফারালের জন্য পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট ক্যাম্প পর্যায়ের শিশু সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্টের সাথে যোগাযোগ করবেন। এই সহায়তা সেবা তাৎক্ষণিকভাবে দিতে হবে এবং এই বিষয়টি কেইসের ফলাফল অথবা সারভাইভার তদন্তে সহযোগিতা করলো কি না তার উপর নির্ভর করবে না।

৩.২ নন-এসইএ ঘটনার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য রেফারাল

এসইএ রিপোর্টিং ম্যাকানিজমের মাধ্যমে আসা কোনো অভিযোগ এসইএ সম্পর্কিত না হলে সেটি যথাযথ সংস্থা বা সেক্টর সমন্বয়কের কাছে স্থানান্তর করা হবে।

ধাপ ৪. তদন্ত ও ফলো-আপের জন্য রেফারাল

৪.১ তদন্তের জন্য রেফারাল

সংস্থার অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত, ফলো-আপ ও সম্ভাব্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সংস্থার।[১৪] **পিএসইএ নেটওয়ার্ক সমন্বয়ক এবং পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট কোনো অভিযোগের তদন্ত করবেন না।**

কোনো পিএসইএ সদস্য সংস্থার গ্লোবাল পিএসইএ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক অভিযোগ মীমাংসা পদ্ধতি থাকলে পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট সরাসরি ওই সংস্থার সংশ্লিষ্ট ইউনিটে অভিযোগের ব্যাপারে রিপোর্ট করবেন। এই ম্যাকানিজম হয় বাংলাদেশ ভিত্তিক হবে (যেমন বাংলাদেশি এনজিও-এর জন্য) অথবা সংস্থার সদর দপ্তর ভিত্তিক হবে (যেমন ইউএন এজেন্সির জন্য)।

কোনো সংস্থার অভ্যন্তরীণভাবে এসইএ অভিযোগ তদন্ত করার সক্ষমতা না থাকলে এবং/অথবা তদন্তে সহযোগিতা করতে পারে এমন কোনো ইউএন এজেন্সির সাথে অংশীদারিত্ব চুক্তি না থাকলে পিএসইএ নেটওয়ার্ক সমন্বয়ক পিএসইএ নেটওয়ার্কের ভেতরে বা দেশের অন্যান্য অনুমোদিত রিসোর্স থেকে বা ওই এলাকার ভেতরে তদন্ত পরিচালনার জন্য যথাযথ রিসোর্স শনাক্ত করার কাজে সংস্থাটিকে সাহায্য করবে।

৪.২ সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানানো

সংস্থার অভ্যন্তরীণ প্রোটোকল অনুযায়ী এর তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ অভিযোগকারীকে (এবং, ভিন্ন পরিস্থিতিতে সারভাইভারকে) নিরাপদে ও সময়মত তদন্তের স্ট্যাটাস ও ফলাফল সম্পর্কে অবগত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করবে। এর মধ্যে থাকবে: (১) তদন্ত অনুমোদিত না হলে; (২) কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য না থাকলে; (৩) তদন্তের অগ্রগতি; এবং (৪) তদন্ত শেষে এর ফলাফল/গৃহীত পদক্ষেপ অভিযোগকারীকে জানানো।

তদন্তের ফলাফল অনুসারে এসইএ অপরাধে জড়িত স্টাফের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করবে সংশ্লিষ্ট সংস্থা। এর মধ্যে থাকবে স্টাফের চুক্তি বাতিল এবং/অথবা অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনার জন্য রেফারাল এবং ইউএন ক্লিয়ার চেক বা অসদাচরণ ডিসক্লোজার স্কিমে রিপোর্ট করা। রিপোর্টিংয়ের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে অনুচ্ছেদ গ: স্টাফ মেম্বার নিয়োগ ও যাচাই দেখুন।

তদন্ত ও এর ফলাফল সহ গৃহীত প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সারভাইভারকে দেওয়া তথ্যের ধরণ নির্ভর করবে এজেন্সির অভ্যন্তরীণ নীতি ও পদ্ধতির উপর।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা যথাযথ প্রক্রিয়ায় তদন্ত সম্পন্ন এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিনা তা নির্ণয় করতে সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘের সংস্থা তদন্ত সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য চাইতে পারে । বাস্তবায়নকারী অংশীদার বা জাতীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত সংশ্লিষ্ট তদন্ত সত্ত্বেও, বাস্তবায়নকারী অংশীদার এবং এর সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সাথে সম্পর্কিত SEA অভিযোগগুলি তদন্ত করার অধিকার জাতিসংঘের সংস্থার রয়েছে।

---

[১৩] কক্সবাজারে ক্যাম্প পর্যায়ের জিবিভি ও সিপি ফোকাল পয়েন্ট তালিকার জন্য জিবিভি রেফারাল পদ্ধতি, শিশু সুরক্ষা রেফারাল পদ্ধতি ও সুরক্ষা রেফারাল পদ্ধতি দেখুন এবং ভাসান চরে কর্মরত জিবিভি ফোকাল পয়েন্টদের জন্যে জিবিভি রেফারাল পদ্ধতি।

[১৪] তদন্ত ও সম্ভাব্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপের জন্য রেফারাল বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ ম্যাকানিজমে আন্তঃএজেন্সি সহযোগিতা বিষয়ক আইএএসসি গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি, ২০১৬ পৃ.২৯-৩২ দেখুন।

ধাপ ৫. এসইএ-এর ঘটনার রিপোর্টিং

প্রতিরোধ ম্যাকানিজম উন্নত করার জন্য ঝুঁকি ও প্রবণতা ভালো করে বুঝতে একটি কেন্দ্রীয় রিপোর্টিং সিস্টেম থাকা জরুরি। আবার এসইএ সারভাইভারদের জন্য গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে কার্যকর ও সারভাইভার কেন্দ্রিক সাড়াদান ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও জরুরি।

৫.১ ইউএন এজেন্সি কর্তৃক রিপোর্টিং

দেশের সবচেয়ে সিনিয়র জাতিসংঘ কর্মকর্তার সাথে এসইএ অভিযোগ বিষয়ক তথ্য শেয়ার করার ব্যাপারে ইউএন এনটিটির জন্য থাকা নির্দেশনা নোট অনুসারে[১৫] বাংলাদেশের ইউএন এজেন্সিগুলোর প্রধানগণ তাদের ইউএন স্ট্যান্ডার্ড ও প্রোটোকল সমর্থিত পদ্ধতি অনুযায়ী (পরিশিষ্ট ৩ দেখুন) জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কোঅর্ডিনেটরকে (আরসি) এসইএ অভিযোগের বিষয়ে জানানো উচিত যখনই তারা ইউএন কর্মকর্তা বা এর সাথে জড়িত কোন ব্যাক্তির দ্বারা এসইএ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ শুনবেন।[১৬]

এই নথির পরিশিষ্ট ৩ অনুসারে SEA অভিযোগ সম্পর্কে স্ট্যান্ডার্ড তথ্য জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর সাথে ভাগ করা হবে। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে: (১) জাতিসংঘের একটি সংস্থার কাছে প্রথম প্রতিবেদনের তারিখ; (২) কথিত ঘটনার তারিখ; (৩) লিঙ্গ, বয়স, এবং সারভাইভারের সংখ্যা; (৪) অভিযোগের ধরণ; (৫) অভিযুক্ত অপরাধীর সাধারণ বিভাগ; (৬) এসইএ অভিযোগটি প্রাসঙ্গিক তদন্তকারী সংস্থায় রেফার করা হয়েছে কিনা; (৭) প্রাসঙ্গিক তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত শুরু করেছে কিনা; (৮) সারভাইভারদের প্রয়োজনীয় সহায়তা ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা, এবং যদি তাই হয়, তাহলে সহায়তার ফর্ম(গুলি) প্রদান করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করা; (৯) অভিযোগের সাড়া প্রদানে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের, বা কোন উদ্বেগ দেখা দিলে যেক্ষেত্রে RC নিযুক্তি প্রয়োজন; এবং (১০) প্রেস কভারেজের সম্ভাবনা আছে কিনা

এই তথ্য শেয়ার করা হবে (১) শুধুমাত্র নিড-টু-নো বেসিসে; (২) জাতিসংঘের সারভাইভার কেন্দ্রিক পদ্ধতি এবং “ডু নো হার্ম” নীতি অনুসারে; (৩) স্বাধীন তদন্ত ব্যবস্থায় কোনো পক্ষপাতিত্ব না করে; এবং (৪) সারভাইভার ও সাক্ষীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় কোনো নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে।[১৭]

৫.২ জাতিসংঘের বাস্তবায়নকারী অংশীদার কর্তৃক রিপোর্টিং

জাতিসংঘের কোনো বাস্তবায়নকারী অংশীদারের কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোগের তথ্য অংশীদার সংস্থা দ্বারা তৎক্ষণাৎ কক্সেসবাজারে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট ইউএন সংস্থা প্রধানকে জানাতে হবে।

যদি বাস্তবায়নকারী অংশীদারের একাধিক জাতিসংঘের তহবিল সংস্থা থাকে, তবে অংশীদারকে অবশ্যই এসইএ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত তহবিলের উৎস সনাক্ত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘ সংস্থাকে অবহিত করতে হবে। জাতিসংঘের এজেন্সিগুলো এসইএর অভিযোগ সম্পর্কিত তথ্য জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কোঅর্ডিনেটরের সাথে শেয়ার করবে যা উপরে "৫.১ রিপোর্টিং বাই ইউএন এজেন্সি" এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

৫.৩ অন্যান্য অংশীদার কর্তৃক রিপোর্টিং

এনজিও সহ অন্যান্য সমস্ত অংশীদার, জাতিসংঘ ছাড়া অন্য যে কোনও তহবিল সংস্থার কাছ থেকে তহবিল গ্রহণ করে তাদের অংশীদারিত্ব চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে SEA ঘটনাগুলি রিপোর্ট করতে হবে।[১৮]

---

[১৫] নির্দেশনামূলক নোট: দেশের সবচেয়ে সিনিয়র জাতিসংঘ কর্মকর্তার সাথে জাতিসংঘের স্টাফ ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত যৌন হয়রানি এবং/অথবা নির্যাতনের অভিযোগের ব্যাপারে তথ্য শেয়ার করার বিষয়ে জাতিসংঘের সকল এনটিটির প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী ও পদ্ধতি, ২৬শে নভেম্বর ২০২১।

[১৬] “দেশের সবচেয়ে সিনিয়র জাতিসংঘ কর্মকর্তার কাছে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে দ্রুত রিপোর্ট করা”, নির্দেশনামূলক নোটের পরিশিষ্ট, ২৬শে নভেম্বর ২০২১।

[১৭] নির্দেশনামূলক নোট: দেশের সবচেয়ে সিনিয়র জাতিসংঘ কর্মকর্তার সাথে জাতিসংঘের স্টাফ ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত যৌন হয়রানি এবং/অথবা নির্যাতনের অভিযোগের ব্যাপারে তথ্য শেয়ার করার বিষয়ে জাতিসংঘের সকল এনটিটির প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী ও পদ্ধতি, ২৬শে নভেম্বর ২০২১।

[১৮] “দেশের সবচেয়ে সিনিয়র জাতিসংঘ কর্মকর্তার কাছে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে দ্রুত রিপোর্ট করা, নির্দেশনামূলক নোটের পরিশিষ্ট, ২৬শে নভেম্বর ২০২১।

একটি সমন্বিত পদ্ধতি নিশ্চিত করতে এবং সকল কাজে জবাবদিহিতা উন্নত করতে, অংশীদার দ্বারা প্রতিটি SEA ঘটনা জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কোঅর্ডিনেটরের কাছে রিপোর্ট করতে পরামর্শ দেত্তয়া হচ্ছে ।

গ. স্টাফ মেম্বার নিয়োগ ও যাচাই

প্রতিটি সংস্থার নিজস্ব নিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে। যদিও এসইএ অপরাধীকে যেন নিয়োগ দেওয়া না হয় বা তারা পুনরায় নিয়োগ না পায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব পিএসইএ নেটওয়ার্ক সদস্যদের।[১৯] প্রত্যেক স্টাফ মেম্বার নিয়োগ করার আগে তার স্ট্যাটাস পরীক্ষা করতে পিএসইএ নেটওয়ার্ক সদস্যরা ইউএন ক্লিয়ার চেক[২০] এবং আন্তঃএজেন্সি অসদাচরণ ডিসক্লোজার স্কিম[২১] ব্যবহার করবে।

অতিরিক্তভাবে, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার এবং কর্মীরা নিশ্চিত করবেন যে নিরাপদ নিয়োগের পরিকল্পনা এবং কার্যকর করার সমস্ত পর্যায়ে PSEA অগ্রাধিকারগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় চাকরির বিবরণ, বিজ্ঞাপন, সাক্ষাৎকার, আত্ম-প্রকাশ, রেফারেন্স চেক, ইনডাকশন প্রক্রিয়া এবং পারফরমেন্স ব্যবস্থাপনা। PSEA নেটওয়ার্ক সমন্বয়কারীর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে নিরাপদ নিয়োগের তালিকা চেক এবং PSEA-এর নির্দেশিকা সংক্রান্ত যেকোনো সহায়তার জন্য।

ইউএন ক্লিয়ার চেক

জাতিসংঘে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়ার আগে সেই ব্যক্তির নাম যেন ইউএন ক্লিয়ার চেক অনলাইন প্লাটফর্মে না থাকে এজেন্সিকে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

সকল ইউএন এজেন্সি ক্লিয়ার চেক প্লাটফর্ম ব্যবহার করতে পারে, এবং এতে সেইসব ব্যক্তির নাম থাকে (ক) যাদের বিরুদ্ধে এসইএ-এর অভিযোগ তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে; (খ) যাদের বিরুদ্ধে এসইএ-এর অভিযোগের তদন্ত চলমান থাকায় তারা পদত্যাগ করেছেন বা তাদেরকে অপসারণ করা হয়েছে।

আন্তঃএজেন্সি অসদাচরণ ডিসক্লোজার স্কিম

একইভাবে, 'আন্তঃএজেন্সি অসদাচরণ ডিসক্লোজার স্কিম' নিয়োগ করতে চাওয়া সংস্থা এবং পূর্বের নিয়োগকারীর মধ্যে অসদাচরণের ডেটার নিয়মতান্ত্রিক দ্বিপক্ষীয় শেয়ারিংয়ে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে যেসকল স্টাফদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলমান রয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের তথ্য শেয়ার করার সুযোগ দেয়।

ঘ. শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কার্যক্রমে যুক্ত অংশীদার

অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষরের আগে ফান্ডিং সংস্থার দায়িত্ব হল বাস্তবায়নকারী অংশীদার (পরিশিষ্ট ২-এ এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে) যেন পিএসইএ নেটওয়ার্কের সদস্য হয় এবং জাতিসংঘের প্রোটোকল[২২] অনুযায়ী যেন এসইএ কেইস প্রতিরোধ ও এসইএ-এর ঘটনায় সাড়াদান ব্যবস্থা থাকে সেই বিষয়গুলো নিশ্চিত করা।

---

[১৯] এমওএস-পিএসইএ (২০১২) #৬, সূচক ২: "প্রতিটি সংস্থা নিজেদের রেফারেন্স চেকিং সিস্টেম উন্নত করা ও পূর্বের অসদাচরণ যাচাই করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" অঙ্গীকারনামা (২০০৬) #৩: "যৌন হয়রানি ও নির্যাতন সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে (পুনরায়) নিয়োগ করা বা (পুনরায়) কাজে সম্পৃক্ত করা থেকে বিরত থাকা।" পিএসইএ বিষয়ে আইএএসসি-এর মন্তব্য (২০১৫) #৩: "এসইএ অভিযোগের তদন্ত ও সংশ্লিষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা [...] এসইএ-এর জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সুপারিশকৃত বিষয়গুলি কার্যকর করতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন"।

[২০] ক্লিয়ার চেক বিষয়ক ব্রিফিং নোট।

[২১] আন্তঃসংস্থা অসদাচরণ ডিসক্লোজার স্কিম।

[২২] বাস্তবায়নকারী অংশীদার সংশ্লিষ্ট থাকা এসইএ অভিযোগ বিষয়ক জাতিসংঘের প্রোটোকল, মার্চ, ২০১৮।

ইউএন অংশীদার

কোনো সংস্থায় অর্থায়নের আগে ইউএন এজেন্সির দায়িত্ব হল জাতিসংঘের বাস্তবায়নকারী অংশীদারের পিএসইএ সক্ষমতা মূল্যায়ন টুল[২৩] অনুযায়ী পিএসইএ বিষয়ক আটটি স্ট্যান্ডার্ডের একটি সেটের উপর ভিত্তি করে অংশীদারের সক্ষমতা মূল্যায়ন ও স্কোর করা। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে অংশীদার সংস্থার এসইএ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আছে কি না তা জানা যাবে, ওই সংস্থায় যেসকল মনিটরিং ও সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা আছে সেগুলো সম্পর্কে জানা যাবে, এবং এটি অগ্রগতির অবস্থা জানার জন্য একটি বেইসলাইন হিসাবে কাজ করবে। অংশীদার সংস্থার পিএসইএ সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ সক্ষমতা অর্জন নিশ্চিত করতে ইউএন এনটিটি নিয়মিতভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি মনিটর করবে। যদি পূর্ববর্তী মূল্যায়নের ফলাফলগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এমন একটি ঘটনার পরে বাস্তবায়নকারী অংশীদারের ক্ষমতা পুনরায় মূল্যায়ন করা প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে পিএসইএ নেটওয়ার্ক সমন্বয়ক পূনমূল্যায়ন ও সক্ষমতা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করতে পারবেন।

কোনো অংশীদার প্রয়োজনীয় স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলতে ব্যর্থ হলে সেই সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ছয় মাস পর্যন্ত সহযোগিতা করা যেতে পারে। এই সময়ের মধ্যে সংস্থাটি প্রয়োজনীয় স্ট্যান্ডার্ডে না পৌঁছাতে পারলে ইউএন এনটিটি চুক্তি বাতিল করতে পারে।

এই পর্যায়ে আইএসিজি প্রিনসিপাল কোঅর্ডিনেটর এবং দি স্ট্র্যাটেজিক এক্সিকিউটিভ গ্রুপ (এসইজি) সহ-সভাপতিবৃন্দকে গোপনীয়ভাবে বিষয়টি জানাতে হবে।

৬. পিএসইএ নেটওয়ার্ক মেম্বারশিপ

বাংলাদেশে শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কার্যক্রমে যুক্ত সকল ইউএন এজেন্সি, আইএনজিও ও এনজিও পিএসইএ নেটওয়ার্কের সদস্য হতে পারে। ২০২২ সালের পর থেকে যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনার (জেআরপি) সকল সদস্যকে – আপিলিং ও বাস্তবায়নকারী - অবশ্যই পিএসইএ নেটওয়ার্কের সদস্য হতে হবে।

পিএসইএ নেটওয়ার্কের সদস্যদের অবশ্যই এসইএ প্রতিরোধ ও এতে সাড়াদানের নীতি থাকতে হবে অথবা নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার পর একটি যৌক্তিক সময়সীমার মধ্যে পিএসইএ পলিসি ও এতে সাড়াদানের একটি অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।[২৪] একজন পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট এবং সম্ভব হলে বিকল্প হিসাবে অন্য কেউ পিএসইএ নেটওয়ার্কে তাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন।[২৫]

পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট নিয়মিতভাবে পিএসইএ মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করবেন, এবং নিজ নিজ সংস্থায় পিএসইএ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয় করবেন এবং ২০২১ সালের আগস্ট মাসে আইএএসসি অপারেশনাল পলিসি ও অ্যাডভোকেসি গ্রুপ কর্তৃক অনুমোদিত ইন-কান্ট্রি পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট টার্মস অব রেফারেন্সে উল্লিখিত নেটওয়ার্ক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন।[২৬]

পিএসইএ ফোকাল পয়েন্টগুলিকে অবশ্যই সারা বছর পিএসইএ নেটওয়ার্ক দ্বারা পরিচালিত প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে হবে। অংশগ্রহণ তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যাদের এসইএ প্রতিরোধ ও সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভূমিকা এবং দায়িত্ব রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এবং মানব সম্পদ ম্যানেজার। যৌথ সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম, নিরাপদ নিয়োগ এবং বাধ্যতামূলক এবং রিফ্রেশার প্রশিক্ষণের মতো ক্রস-কাটিং বিষয়গুলিতে সর্বাধিক অংশগ্রহণ এবং তথ্য বিনিময় নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের আমন্ত্রণগুলো সময়মত শেয়ার করা হবে।

পিএসইএ ফোকাল পয়েন্টের সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান ও অফিস প্রধানের সাথে সরাসরি ও বাধাহীন যোগাযোগ থাকা আবশ্যক। পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালনে তাদেরকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় সময় ও সহযোগিতা দিতে হবে।

---

[২৩] সুসঙ্গত বাস্তবায়ন টুল, জাতিসংঘের বাস্তবায়নকারী অংশীদারদের পিএসইএ সক্ষমতা মূল্যায়ন, সেপ্টেম্বর ২০২০।

[২৪] পিএসইএ নেটওয়ার্ক টার্মস অব রেফারেন্স, কক্সবাজার, ২০১৭।

[২৫] পিএসইএ ফোকাল পয়েন্টদের সাথে যোগাযোগের তালিকা প্রতি সপ্তাহে আপডেট করা হয়, এবং এটি Rohingya Refugee Response ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

[২৬] টার্মস অব রেফারেন্স, ইন-কান্ট্রি পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট, জবাবদিহিতা ও অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক আইওএম ও আইএএসসি রেজাল্ট গ্রুপ ২, ২০২১।

চ. পিএসইএ নেতৃত্ব

এই এসওপি-এর লক্ষ্য হল পদ্ধতিগুলো সুস্পষ্ট করা যাতে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কার্যক্রমে এসইএ-এর যেকোনো অভিযোগের ব্যাপারে সারভাইভার কেন্দ্রিক, নিরাপদ, গোপনীয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে সংস্থাগুলো সহযোগিতা করতে পারে। এজন্য জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কোঅর্ডিনেটর থেকে শুরু করে পিএসইএ নেটওয়ার্ক সমন্বয়ক এবং পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলতা প্রয়োজন। এসইএ থেকে সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে মহাসচিবের বুলেটিনে[২৭] বলা হয়েছে যে এটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের উপর এবং একইসাথে প্রত্যেক মানবিক সহায়তাকর্মীর উপর।

দেশের সবচেয়ে উচ্চপদস্থ জাতিসংঘ কর্মকর্তা হিসাবে জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব হল সম্পূর্ণ সিস্টেমের জন্য সামগ্রিক পিএসইএ কৌশল তৈরি এবং পিএসইএ কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও এসইএ সারভাইভারদের জন্য সহায়তা নিশ্চিত করা। জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কোঅর্ডিনেটরের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কার্যক্রমে পিএসইএ সংশ্লিষ্ট দৈনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় আইএসসিজি প্রিন্সিপাল কোঅর্ডিনেটরের মাধ্যমে, এবং পিএসইএ নেটওয়ার্ক সমন্বয়ক আন্তঃএজেন্সি সমন্বয়ের মাধ্যমে এসইএ প্রতিরোধ, প্রশমন ও এতে সাড়াদানে নেতৃত্ব দেন।

দেশের সবচেয়ে সিনিয়র জাতিসংঘ কর্মকর্তার সাথে এসইএ অভিযোগ বিষয়ক তথ্য শেয়ার করার ব্যাপারে ইউএন এনটিটিগুলোর জন্য থাকা নির্দেশনা অনুযায়ী[২৮] জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কোঅর্ডিনেটরকে প্রকৃত তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে তারা (ক) এসইএ অভিযোগ কতটুকু গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয় সে ব্যাপারে সরকার, জনগণ, দাতা ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকে জানাতে সক্ষম হবে; (খ) বর্তমানে থাকা অভিযোগের ব্যাপারে সর্বনিম্ন সময়ের মধ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে; (গ) এ বিষয়ে দেশের ভিতরে চলমান ধারা ও এর বিকাশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে সক্ষম হবে; এবং (ঘ) এসইএ প্রতিরোধ ও এতে সাড়াদানে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে সিস্টেম শক্তিশালীকরণে ভূমিকা রাখতে ইউএনসিটি-এর প্রস্তুতি ও দক্ষতা সম্পর্কে জবাব দিতে সক্ষম হবে।

পিএসইএ নেটওয়ার্ক সমন্বয়ক আইএসসিজি প্রিন্সিপাল কোঅর্ডিনেটরের মাধ্যমে জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কোঅর্ডিনেটর ও এসইজি সহ-সভাপতিবৃন্দের অধীনে কাজ করেন। এছাড়াও পিএসইএ নেটওয়ার্ক সমন্বয়ক টেকনিকাল লেভেলে আন্তঃএজেন্সি পিএসইএ নেটওয়ার্ক সমন্বিত করেন, এবং জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কোঅর্ডিনেটর, এসইজি, আইএসসিজি প্রিন্সিপাল কোঅর্ডিনেটর, সাব-অফিস গ্রুপের প্রধানগণ (এইচওএসওজি) এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সাড়াদান কার্যক্রমে যুক্ত সকল অংশীদারকে সহযোগিতা করেন। এর মধ্যে রয়েছে এসইএ ঝুঁকির প্রকৃত/সম্ভাব্য কারণ খুঁজে বের করা ও বিশ্লেষণ এবং সেগুলো সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার পদ্ধতি গড়ে তোলা সহ এসইএ প্রতিরোধ কৌশল উন্নত করতে সহযোগিতা করা।

এসইজি সহ-সভাপতিবৃন্দ পিএসইএ নেটওয়ার্কের পিএসইএ কর্মপরিকল্পনা তদারকির মাধ্যমে পিএসইএ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ে সহযোগিতা করেন এবং সরকারি মধ্যস্থতাকারী ও ঢাকার বিভিন্ন সংস্থার প্রধানের সাথে উচ্চ পর্যায়ের অ্যাডভোকেসি পরিচালনা করেন।

কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভগণ তাদের সংস্থায় পিএসইএ-এর গুরুত্ব এবং এসইএ-এর ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণ নিশ্চিত করতে পিএসইএ ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচন করবেন এবং পিএসইএ নেটওয়ার্কে সংস্থাগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

---

[২৭] এসইএ সম্পর্কে মহাসচিবের বুলেটিন ST/ SGB/2003/13 (২০০৩)।

[২৮] নির্দেশনামূলক নোট: দেশের সবচেয়ে সিনিয়র জাতিসংঘ কর্মকর্তার সাথে জাতিসংঘের স্টাফ ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত যৌন হয়রানি এবং/অথবা নির্যাতনের অভিযোগের ব্যাপারে তথ্য শেয়ার করার বিষয়ে জাতিসংঘের সকল এনটিটির প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী ও পদ্ধতি, ২৬শে নভেম্বর ২০২১।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী সাড়াদানে, যৌন শোষণ, হয়রানি ও নির্যাতন (এসইএ) অভিযোগ রেফারেল কাঠামো

Protection from Sexual Exploitation and Abuse
Bangladesh - Cox's Bazar

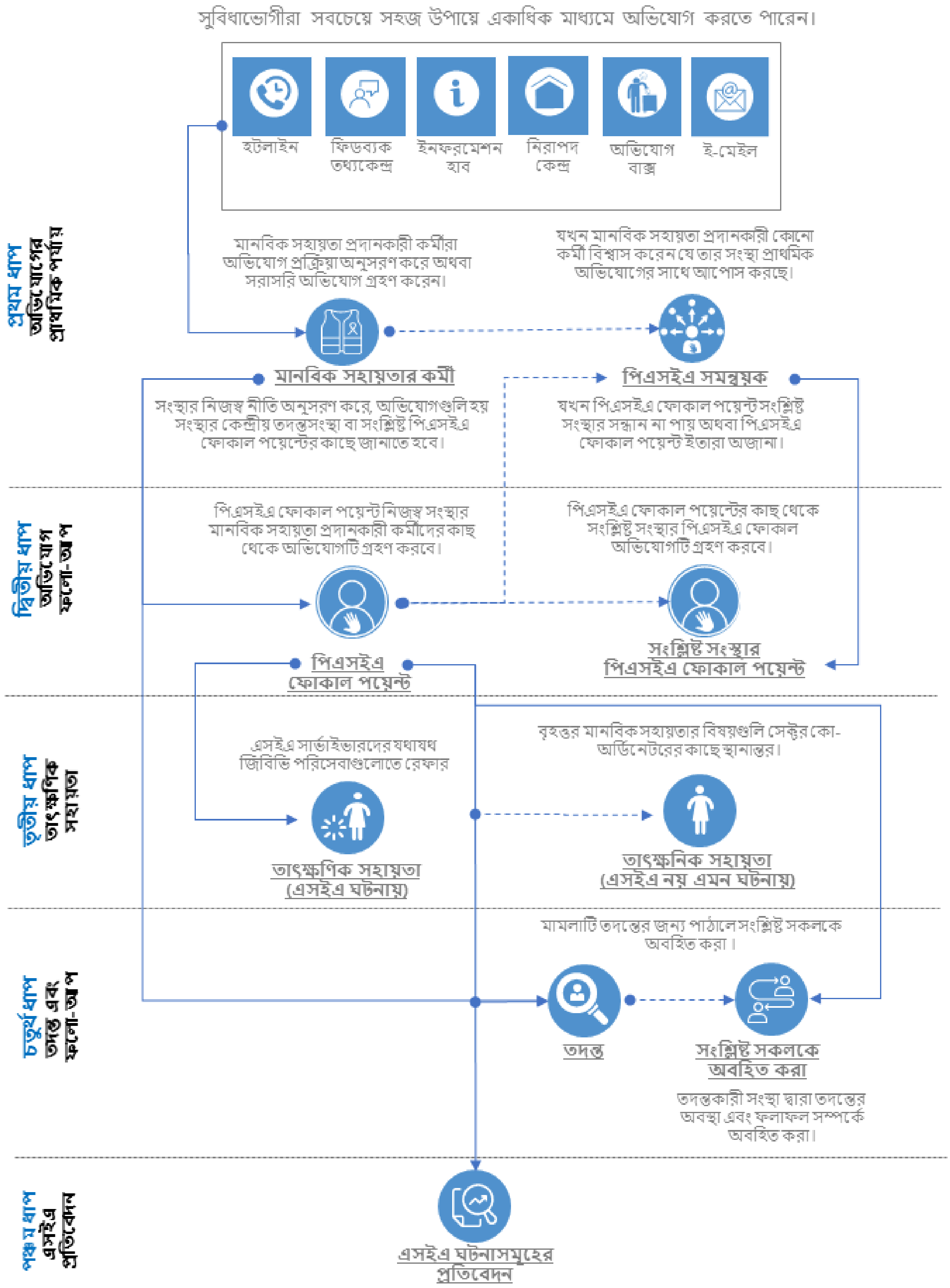

পরিশিষ্ট ১. সংক্ষিপ্ত নাম

সিপি	-	শিশু সুরক্ষা
জিবিভি	-	জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা
আইএএসসি	-	আন্তঃএজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি
আই/এনজিও	-	আন্তর্জাতিক/বেসরকারি সংস্থা
আইএসসিজি	-	আন্তঃসেক্টর সমন্বয় গ্রুপ
জেআরপি	-	যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা
পিএসইএ	-	যৌন হয়রানি ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষা
এসইএ	-	যৌন হয়রানি ও নির্যাতন
এসইজি	-	স্ট্র্যাটেজিক এক্সিকিউটিভ গ্রুপ
এসএইচ	-	যৌন নিপীড়ন
এসওপি	-	স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি
ইউএন	-	জাতিসংঘ

পরিশিষ্ট ২. গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা

অভিযোগকারী[২৯]**:** যিনি প্রচলিত পদ্ধতিতে এসইএ-এর অভিযোগ করেন। এই ব্যক্তি হতে পারেন একজন শরণার্থী এসইএ সারভাইভার বা অন্য কেউ যিনি অপরাধটির বিষয়ে জানেন। এসইএ রিপোর্ট করার জন্য প্রতিহিংসার হাত থেকে অভিযোগকারীকে সুরক্ষা দিতে হবে। সারভাইভার ও সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো পক্ষের মধ্যে মতানৈক্য থাকলে কেইস নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সারভাইভারের ইচ্ছাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে, বিশেষ করে যখন আরও শারীরিক এবং/অথবা মানসিক ক্ষতির ঝুঁকি থাকে।

সংশ্লিষ্ট সংস্থা: অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। এটি ইউএন এজেন্সি, আই/এনজিও, বাস্তবায়নকারী অংশীদার বা মানবিক সহায়তা প্রদানের সাথে জড়িত যেকোনো সংস্থা হতে পারে। যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের (এসইএ) অভিযোগ তদন্ত করা ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব এই সংস্থার।

মানবিক সহায়তাকর্মী: এই এসওপি-তে এই পদ দ্বারা শরণার্থীদেরকে সুরক্ষা এবং/অথবা সহায়তা প্রদানের সাথে জড়িত সকল ব্যক্তি এবং লক্ষিত জনগোষ্ঠীর ইনসেনটিভ ওয়ার্কার সহ অংশগ্রহণকারী সংস্থার সাথে চুক্তিবদ্ধ অন্যান্য ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। এর মাধ্যমে ইউএন এজেন্সি, আইএনজিও, এনজিও ও বাস্তবায়নকারী অংশীদার সহ অন্যান্য মানবিক সহায়তা সংস্থার সকল স্টাফকে বোঝানো হয়েছে। এসকল স্টাফদের অন্তর্ভুক্ত হল বেতনভুক্ত স্টাফ, স্বেচ্ছাসেবী, কন্ট্রাকটর, ইনসেনটিভ ওয়ার্কার এবং চুক্তির ধরণ ও সময়কাল নির্বিশেষে যেকোনো মানবিক সহায়তা সংস্থার পক্ষে যেকোনো কাজে নিযুক্ত যেকোনো ব্যক্তি।

বাস্তবায়নকারী অংশীদার[৩০]**:** সেবা ও মানবিক সহায়তা প্রদানে দেশের মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনাকারী এনটিটি বা সংস্থা। এই এসওপিতে কোনো বাস্তবায়নকারী অংশীদারের স্টাফ বা সেই বাস্তবায়নকারী অংশীদার কর্তৃক নিয়োগকৃত সকল ব্যক্তি "মানবিক সহায়তাকর্মী/সহায়তাকর্মী" বলে বিবেচিত হবেন।

আবশ্যক রিপোর্টিং[৩১]: এসইএ-এর বিরুদ্ধে জাতিসংঘের জিরো টলারেন্স নীতি থাকায় এসইএ বিষয়ক মহাসচিবের বুলেটিন এবং তদসংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক নীতি অনুসারে স্টাফ ও অংশীদাররা সহকর্মী কর্তৃক এসইএ-এর সকল ঘটনা বা সন্দেহ প্রচলিত রিপোর্টিং ম্যাকানিজমের মাধ্যমে সাথে সাথে রিপোর্ট করতে বাধ্য (অভিযুক্ত ব্যক্তি একই সংস্থার হোক বা না হোক)। সততার সাতে রিপোর্ট করতে হবে এবং যিনি রিপোর্ট করছেন তাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে সততার সাথে রিপোর্ট করা কোনো কর্মীর বিরুদ্ধেই কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না, এমনকি তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া না গেলেও। প্রতিটি সংস্থাকে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের অভিযোগকারীর সুরক্ষা দেওয়ার ম্যাকানিজম গড়ে তুলতে হবে। তবে কোনো স্টাফ জেনেশুনে ও ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোনো স্টাফ সম্পর্কে মিথ্যা ও বিদ্বেষপরায়ণ রিপোর্ট করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে পারে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি চাকুরি থেকে অব্যাহতি।

সংস্থা: এই এসওপিতে "সংস্থা" হল এমন একটি এনটিটি যা মানবিক সহায়তা প্রদান করে। এর অন্তর্ভুক্ত হল ইউএন এজেন্সি, বাস্তবায়নকারী অংশীদার এবং আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা।

যৌন হয়রানি ও নির্যাতন[৩২]**:** যৌন হয়রানি ও নির্যাতন (এসইএ) হল জিবিভি-এর একটি ধরণ, যা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের উপর মানবিক সহায়তাকর্মীর ক্ষমতার অপব্যবহার নির্দেশ করে।

যৌন হয়রানি: যৌন উদ্দেশ্যে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা, ক্ষমতাহীনতা বা বিশ্বাসের অপব্যবহার বা তার চেষ্টা, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে রয়েছে অন্যকে যৌন হয়রানির মাধ্যমে আর্থিক, সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া।

যৌন নির্যাতন: জোরপূর্বক অথবা অসম পরিস্থিতিতে বা জবরদস্তিমূলকভাবে অনধিকার শারীরিক সম্পর্ক বা এর হুমকি।

---

[২৯] গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি, কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ ম্যাকানিজমে আন্তঃএজেন্সি সহযোগিতা, গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা, আইএএসসি, ২০১৬।

[৩০] গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি, আইএএসসি, ২০১৬।

[৩১] এসইএ বিষয়ক মহাসচিবের বুলেটিন, মহাসচিবের বুলেটিনের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী (e) আবশ্যক এসইএ রিপোর্টিং, ST/SGB/2003/13।

[৩২] এসইএ বিষয়ে মহাসচিবের বুলেটিন, সেকশন ১, সংজ্ঞা, ST/SGB/2003/13।

যৌন নিপীড়ন[৩৩]: অন্য কারো অসন্তোষ বা মানহানির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় বা বোঝা যায় সহকর্মীর করা এমন যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আচরণ, শারীরিক সম্পর্কের অনুরোধ, মৌখিক বা শারীরিক যৌন আচরণ, যৌন আকার-ইঙ্গিত বা অন্য যেকোনো ধরণের যৌন আচরণ যখন কাজে ব্যাঘাত ঘটায় অথবা ভীতিকর, প্রতিকূল বা অসন্তোষজনক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করে।

যৌন নিপীড়ন বনাম এসইএ[৩৪]: একজন বেনিফিশিয়ারি বা কমিউনিটি সদস্যের ক্ষেত্রে ঘটনাটিকে বলা হয় এসইএ। যৌন নিপীড়ন ঘটে স্টাফদের মধ্যে যেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আচরণ অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৌখিক বা শারীরিক যৌন আচরণ সংশ্লিষ্ট থাকে। এই এসওপি-তে যৌন নিপীড়ন অন্তর্ভুক্ত নয় তবে সংস্থার অভ্যন্তরীণ যৌন নিপীড়ন রিপোর্ট করার পদ্ধতি এসইএ রিপোর্ট করার মতই হতে পারে। এই দুটি বিষয়ের পার্থক্য নির্ধারণ করা জরুরি যাতে সংস্থার নীতি ও স্টাফ প্রশিক্ষণে উভয় বিষয়ে রিপোর্ট করার পদ্ধতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা থাকে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি[৩৫]: এই পদটি অভিযোগ দায়ের করার পর সেই অভিযোগে এসইএ-এর ঘটনায় অপরাধী হিসাবে দেখানো ব্যক্তিকে নির্দেশ করে।

সারভাইভার[৩৬]: যে ব্যক্তির সাথে এসইএ-এর ঘটনা ঘটেছে বা যিনি এসইএ-এর চেষ্টার সম্মুখীন হয়েছেন। এই এসওপি-তে সুরক্ষা ও চাহিদা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে সেই ব্যক্তিকে সারভাইভার হিসাবে ধরা হয়েছে যিনি তার সাথে এসইএ-এর ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেন।

সারভাইভার কেন্দ্রিক পদ্ধতি[৩৭]: মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলো সক্রিয়ভাবে এসইএ প্রতিরোধ ও এতে সাড়াদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে সকল সাড়াদান প্রক্রিয়া এমনভাবে সাজানো হয় যা একটি সারভাইভার কেন্দ্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারিত কর্মপ্রক্রিয়ায় আস্থা তৈরি করে, যেখানে সকল বিষয় ও পদ্ধতিতে সারভাইভারের ইচ্ছা, নিরাপত্তা ও কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এ বিষয়ে গৃহীত সকল পদক্ষেপে সারভাইভারের পছন্দ, ইচ্ছা, অধিকার ও মর্যাদার প্রতি সম্মানের প্রতিফলন থাকবে।

---

[৩৩] যৌন নিপীড়ন মোকাবেলার জন্য জাতিসংঘ সচিবালয়ের প্রশাসনিক নির্দেশনা পদ্ধতিতে যৌন নিপীড়ন কাভার করা হয়েছে ST/AI /379 (২৯শে অক্টোবর ১৯৯২); মহাসচিবের বুলেটিন, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৈষম্য, যৌন নিপীড়ন সহ অন্যান্য নিপীড়ন এবং নির্যাতনে নিষেধাজ্ঞা ST/SGB/2008/5 (১১ই ফেব্রুয়ারি ২০০৮)।

[৩৪] গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি, কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ ম্যাকানিজমে আন্তঃএজেন্সি সহযোগিতা, গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা, আইএএসসি, ২০১৬।

[৩৫] গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি, আইএএসসি, ২০১৬।

[৩৬] গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি, আইএএসসি, ২০১৬।

[৩৭] গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি, আইএএসসি, ২০১৬।

পরিশিষ্ট ৩. জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কোঅর্ডিনেটরের কাছে এসইএ-এর ঘটনা দ্রুত রিপোর্ট করা[৩৮]

এই রিপোর্ট তথ্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে পিএসইএ-এর সার্বিক দায়িত্বে থাকা জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কোঅর্ডিনেটরের সাথে এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে সিনিয়র জাতিসংঘ কর্মকর্তা ও এসইজি সহ-সভাপতির সাথে শেয়ার করা হয়। এতে এসইএ অভিযোগের এমন তথ্য থাকে যার মাধ্যমে চিহ্নিত করার মত অপরাধী বা সারভাইভারকে নিয়ে ঘটে যাওয়া কোনো এসইএ-এর ঘটনার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে এই রিপোর্ট যখন করা হয় তার আগে হয়তো অভিযোগটি যাচাই বা তদন্ত করা হয়নি এবং রিপোর্টটি এসেছে হয়তো কোনো তৃতীয় পক্ষ থেকে।

রিপোর্ট করা ব্যক্তির নাম ও তার সাথে যোগাযোগের তথ্য	
এজেন্সি/সংস্থা	
আরসি-এর সাথে শেয়ার করা তারিখ বিষয়ক তথ্য	তারিখ:

অভিযোগ

এজেন্সি/সংস্থার কাছে প্রথম রিপোর্ট করার তারিখ	তারিখ:
ঘটনার তারিখ	তারিখ:
যথাযথ তদন্ত ম্যাকানিজমে অভিযোগ রেফার করা হয়েছে	হ্যাঁ/না তারিখ:
হয়ে থাকলে তদন্ত চলমান রয়েছে কি না	হ্যাঁ/না

সারভাইভার #১

লিঙ্গ	নারী / পুরুষ / অন্য / জানা নেই
বয়সের শ্রেণি	প্রাপ্তবয়স্ক / ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু / জানা নেই
অভিযোগের ধরণ	
সারভাইভারকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে	হ্যাঁ/না
সহায়তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (মেডিকেল, আইনি, সুরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি)	

নোট. আরও সারভাইভার থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী যোগ করুন।

অভিযুক্ত #১

লিঙ্গ	
অভিযুক্তের সাধারণ শ্রেণি (আন্তর্জাতিক স্টাফ, আন্তর্জাতিক কনসালট্যান্ট, দেশি স্টাফ, দেশি কনসালট্যান্ট, কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি)	

নোট. আরও অভিযুক্ত থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী যোগ করুন।

এই অভিযোগ সংশ্লিষ্ট গৃহীত কোনো পদক্ষেপ বা আরসি-এর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন এমন কোনো বিষয়:

মন্তব্য:

সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না (হ্যাঁ / না)

মন্তব্য:

[৩৮] এই ডেটা সেটটি রয়েছে "দেশের সবচেয়ে সিনিয়র জাতিসংঘ কর্মকর্তার কাছে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে দ্রুত রিপোর্ট করা", নির্দেশনামূলক নোট: দেশের সবচেয়ে সিনিয়র জাতিসংঘ কর্মকর্তার সাথে জাতিসংঘের স্টাফ ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত যৌন হয়রানি এবং/অথবা নির্যাতনের অভিযোগের ব্যাপারে তথ্য শেয়ার করার বিষয়ে জাতিসংঘের সকল এনটিটির প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী ও পদ্ধতি, ২৬শে নভেম্বর ২০২১ – এর পরিশিষ্ট অংশে।